জানুয়ারি-জুন ২০১৯

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

চারুকলার বকুলতলায় আদিবাসী বাঙালি সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৯

'সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার চাই' প্রতিপাদ্য নিয়ে আইইডির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ আদিবাসী বাঙালি সাংস্কৃতিক উৎসব-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বর্ষীয়ান রাজনীতিক ও ঐক্যন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সাবেক মন্ত্রী ও রাশেদ খান মেনন, এমপি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আকতারুজ্জামান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ সামাদ, জাতীয় জাদুঘরের সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব মো. আব্দুল মজিদ, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা ঢাকা অঞ্চল- ৬ শহীদুল ইসলাম, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, পবার চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক দীপায়ণ খীসা, আদিবাসী নেত্রী বিচিত্রা তির্কিসহ আদিবাসী-বাঙালি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যজন ও আদিবাসী বাঙালি সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৯ উদ্‌যাপন পর্ষদ-এর আহ্বায়ক মামুনুর রশীদ।

শুরুতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা অনীল মারান্ডির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর অতিথি ও অংশগ্রহণকারীরা মিলে ২১টি বেলুন উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আদিবাসী বাঙালিরা একে অন্যকে রাখীবন্ধন ও গোলাপ ফুল উপহার দেন। আদিবাসী ও বাঙালি বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীরা ক্যানভাসে প্রাণ, প্রকৃতি, আদিবাসী জীবন সংগ্রাম, বন্দীজীবন, মানবাধিকার লংঘন, জীবন নিয়ে দ্বৈরত এবং সংখ্যায় কম জনগোষ্ঠীর নিষ্পেষণের ছবি আঁকেন।

শুরুতে উৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদের সদস্যসচিব ও আইইডির সহকারী সমন্বয়কারী হরেন্দ্রনাথ সিং স্বাগত বক্তব্য দেন। আদিবাসী বাঙালির রাখীবন্ধন ও ফুল উপহার অনন্য প্রয়াস উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ড. মুহম্মদ সামাদ বলেন, সম্প্রীতির অনন্য নির্দশন এই রাখীবন্ধন আমাদের সকলকে নতুনকরে আবদ্ধ করলো।

সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, এমপি বলেন, বাঙালি তরুণ প্রজন্ম যতক্ষণ না আদিবাসীদের প্রতি সংবেদনশীল হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আদিবাসী বাঙালির সত্যিকার মেলবন্ধন ও মিথস্ক্রিয়া সম্ভব হবে না। আজকের আয়োজন এ ধারা তৈরিতে অনুরণন হিশেবে কাজ করবে।

আদিবাসী নেত্রী বিচিত্রা তির্কি বলেন, অর্থই যদি না থাকে তবে আনন্দ বিনোদন কীভাবে থাকবে। সমাজে আদিবাসীর নিরাপত্তা নেই, তারা ভয়হীন চলাফেরা ও সংস্কৃতি চর্চা করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, আমাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন চলমান আছে। উৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদ-এর আহ্বায়ক বিশিষ্ট নাট্যকার ও সভাপ্রধান মামুনুর রশীদ বলেন, আদিবাসীদের অনৈক্য থেকে উত্তরণের জন্য আদিবাসী বাঙালি মেলবন্ধনের পাশাপাশি অবিলম্বে যৌথ আন্দোলন শুরু করা উচিত।

বিকালে ছিল প্রাণবৈচিত্র্য গবেষক ও প্রাবন্ধিক পাভেল পার্থের প্রবন্ধ 'নিপীড়িত জাতির নিপীড়িত সাহিত্য' পাঠ ও তার ওপর আলোচনা। ঐক্যন্যাপ সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে ও অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসের সঞ্চালনায় আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌরভ শিকদার।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য বলেন, আমাদের দেশের আদিবাসী জীবন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য যদি রক্ষা না করতে পারি তবে সেটা হবে সকলের জন্য লজ্জাজনক। তিনি আহ্বান জানান, আদিবাসী বাঙালি মেলবন্ধন, মিথস্ক্রিয়া ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় দক্ষিণ এশিয় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা যেতে পারে। এভাবেই বহুজাতির সম্মিলন ও মেলবন্ধন ঘটবে। এ আহবানে সাড়া দিয়ে আইইডি'র নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান বলেন, আমরা সবাই মিলে ভাবতে পারি, যাতে আগামী বছরই প্রবীণ রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সংগ্রামী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেনের নেতৃত্বে সকলকে সাথে নিয়ে দক্ষিণ এশিয় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা সম্ভব হয়।

শেষ পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আদিবাসী ও বাঙালি শিল্পীদের পরিবেশনায় জমকালো ও বর্ণিল অনুষ্ঠান চলে শেষ বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। গারো কালচারাল একাডেমি ঐতিহ্যবাহী গ্রিকা নৃত্য, জুমনৃত্য; রিক্সা শ্রমিক খোকন মিয়া; কৃষ্ণপক্ষ; সাভার থেকে আগত সাঁওতাল 'পরাইনি শিল্পীগোষ্ঠী'; আদিবাসী নারীশিল্পীদল এফ মাইনর; আদিবাসীদের জনপ্রিয় ব্যান্ড 'মাদল' এর আদিবাসী ও বাংলা গান এবং উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল হুলের লড়াই-সংগ্রাম নিয়ে রচিত নৃত্যনাট্য 'সিধু কানুর পালা' পরিবেশন করে।

এইচআরডিদের জন্য মানবাধিকার ও অ্যাডভোকেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আইইডি'র উদ্যোগে ৫ ও ৬ এপ্রিল ২০১৯ ঢাকায় এইচআরডিদের জন্য দুইদিনব্যাপী মানবাধিকার ও অ্যাডভোকেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী খাসি, গারো, মাহাতো, মণিপুরী, মারমা, ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর মোট ২০ জন এইচআরডি সদস্য অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন প্রাণবৈচিত্র্য গবেষক পাভেল পার্থ। প্রথমদিন উদ্বোধনী পর্বে অতিথি ছিলেন ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ড-এর কাউন্সিলার হাবিবুর রহমান মিজান, শহর সমাজসেবা অফিসার, ঢাকা অঞ্চল-৬ কেএম শহীদুজ্জামান ও জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির আহবায়ক ডা. মুশতাক আহমেদ।

কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান মিজান বলেন, প্রশিক্ষণার্থীদের মনোজগত পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। নিজের উন্নতির পাশাপাশি সমাজ ও মানুষের পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের চেঞ্জমেকার হওয়ারও তাগিদ দেন তিনি। জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ডা. মুশতাক হোসেন প্রশিক্ষণার্থীদের বলেন, আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে এইচআরডি'রা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। সংগঠন ছাড়া একক প্রচেষ্টায় খুব বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। তাই হিউম্যান রাইট্স ডিফেন্ডার্স ফোরামকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই।

প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল সুশাসন ও মানবাধিকারের ধারণা, মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও সনদ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগঠন। প্রশিক্ষক পাভেল পার্থ দলভিত্তিক কাজ ও উপস্থাপনা, আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় দিন আলোচ্য ছিল সামাজিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্য এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি, কার্যকর অ্যাডভোকেসি কৌশল ও অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা উপস্থাপন। সমাজসেবা অফিসার, ঢাকা অঞ্চল-৬ কে এম শহীদুজ্জামান বাল্যবিবাহের কুফল, এ থেকে উত্তরণে করণীয় ও সমাজসেবার সেবাসমুহ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সমাজসেবা কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সেবা আদায়ের কৌশল সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

বিকেলে অংশগ্রহণকারীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জাতীয় রাজনীতিতে মধুর ক্যান্টিনের অবদান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তিন জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণার্থীদের কিটবক্স প্রদান

রাজশাহী, দিনাজপুর ও শেরপুর জেলায় আইইডির উদ্যোগে ২০১৮-১৯ সময়কালে শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া ২৪জন আদিবাসী যুব-যুবনারীকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ১২মাস ব্যাপী হাতে-কলমে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও দোকানে প্রশিক্ষণ শেষে যুব ও যুবনারীদের কাজ শুরুর জন্য তিন জেলায় কিটসবক্স প্রদান করা হয়।

দিনাজপুর

দিনাজপুর প্রেসক্লাবে ১৪ জুন ২০১৯ একটি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কিটবক্স প্রদান করা হয়। আইইডির সহকারী সমন্বয়কারী হরেন্দ্রনাথ সিং-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. জয়নুল আবেদীন। অতিথি ছিলেন জেলা খেলাঘর আসরের সভাপতি ও দিনাজপুর সরকারি কলেজের অধ্যাপক জলিল আহমেদ, নাট্যব্যক্তিত্ব আব্দুল কুদ্দুস তড়িৎ এবং জেলা যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অমৃত রায়। সভায় আইইডির ফেলো নেলসন মার্ডী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দিনাজপুরের এইচআরডি সদস্য শ্রীমন হাঁসদা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. জয়নুল আবেদীন প্রধান অতিথির বক্তব্যে আদিবাসীদের উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ে এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আইইডিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আপনাদের এ ধরনের আদিবাসীবান্ধব উন্নয়ন কার্যক্রম দিনাজপুর জেলায় চলমান রাখুন, প্রশাসনের কাছে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমাদের স্মরণ করবেন, আমরা নিশ্চয় পাশে থাকব।

হরেন্দ্রনাথ সিং বলেন, আইইডি পরিবেশ, নারী, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে কাজ করে। তারই ধারাবাহিকতায় দিনাজপুর, রাজশাহী ও শেরপুর জেলায় আদিবাসী যুব-যুবনারীদের হাতে কলমে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য হলো প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন দোকান, ওয়ার্কশপ ও সার্ভিসিং সেন্টারে থেকে হাতেকলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাতে শেখার সাথে সাথে কর্মক্ষেত্র খুঁজে পায় আর সমাজের সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অধ্যাপক জলিল আহমেদ বলেন, আদিবাসীদের প্রতি যে বৈষম্য সমাজে রয়েছে তা আমি মানতে পারিনা। নাট্যব্যক্তিত্ব আব্দুল কুদ্দুস তড়িৎ বলেন, আইইডি পথের ধারে ফুটে থাকা নাম হারা ফুলগুলোকে খুঁজে মুল্য দিচ্ছে। সবশেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬জন আদিবাসী যুব ও যুবনারীর মাঝে কিটবক্স বিতরণ করা হয়।

শেরপুর

আইইডি শেরপুর অফিসের সভাকক্ষে ১৩ জুন ২০১৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আদিবাসী যুব-যুবনারীর মধ্যে কিটবক্স প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আইইডি শেরপুরের প্রকল্প সমন্বয়কারী মানিক চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন। অতিথি ছিলেন শেরপুর সদর উপজেলার ইউএনও মো. ফিরোজ আল মামুন, বাসস-এর সাংবাদিক সঞ্জীব চন্দ্র চন্দ, মহিলা পরিষদের সভানেত্রী জয়শ্রী নাগ লক্ষী, নারীউদ্যোক্তা আইরিন পারভীন। অনুষ্ঠানে সমাজ নেতা, আদিবাসী নেতা, সাংবাদিক, যুবনেতা, এইচআরডি সদস্যসহ জনউদ্যোগের সদস্যসচিব হাকিম বাবুল ও আইপি ফেলো সুমন্ত বর্মণ উপস্থিত ছিলেন। শেরপুরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১১জনকে কিটবক্স প্রদান করা হয়।

রাজশাহী

বছরব্যাপী বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে রাজশাহীতে ১৪ জুন ২০১৯ রবীন্দ্র-নজরুল মঞ্চে আদিবাসী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে কিটবক্স প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও জনউদ্যোগ আহ্বায়ক প্রশান্ত কুমার সাহার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র মো. শরিফুল ইসলাম বাবু, রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান সরকার, মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী বরজাহান, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান খান, অধ্যক্ষ (অবঃ) রাজকুমার সরকার এবং জনউদ্যোগের সদস্যসচিব অধ্যাপক জুলফিকার আহম্মেদ গোলাপ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহীর আইপি ফেলো আন্দ্রিয়াজ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৭জন যুব-যুবনারীর মাঝে কিটবক্স প্রদান করা হয়।

জনউদ্যোগের কর্মশালা

জনউদ্যোগ সদস্য ও ফেলোদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দুই দিনব্যাপী অ্যাডভোকেসি, জেন্ডার, অধিকার ও সুশাসন বিষয়ক কর্মশালা ৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ আইইডি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩০ জন (নারী-৪ ও পুরুষ-২৬) অংশগ্রহণ কারীর এ কর্মশালায় সভাপ্রধান ছিলেন রাজশাহী জনউদ্যোগের আহ্বায়ক প্রশান্ত সাহা ও সঞ্চালনা করেন জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব তারিক হোসেন। আইইডি'র নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর অংশগ্রহণকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় আয়োজিত আদিবাসী বাঙালি সাংস্কৃতিক উৎসব-২০১৯ অংশগ্রহণ করেন ও কীভাবে একটি উৎসবের মাধ্যমে একটি অ্যাডভোকেসি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয় এবং তা সফল করতে কী কী কৌশল গ্রহণ করা দরকার সে বিষয়ে তারা পর্যবেক্ষণ করেন।

২য় দিন সকাল ৯টায় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। শুরুতে আদিবাসী নেতা ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সদ্য প্রয়াত অনিল মারাণ্ডির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর আইইডির সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিনের উৎসব পর্যবেক্ষণ বিষয়ে বলেন, এই অ্যাডভোকেসি কৌশল দিয়ে আদিবাসী-বাঙালিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

উৎসব পর্যবেক্ষণ আলোচনার শুরুতে শেরপুর জনউদ্যোগের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, কর্মসূচিটি ছিলো অত্যন্ত গোছালো, চমৎকার। কম খরচে এমন ত্রুটিহীন একটি কর্মসূচি আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করার কৌশল প্রশংসার দাবিদার। তিনি প্রস্তাব করেন, জেলা পর্যায়ে এ ধরনের উৎসব আয়োজন করলে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

গাইবান্ধা জনউদ্যোগের সদস্য সচিব প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, উৎসবে প্যানেল আলোচনা খুব ভালো ছিলো। অনেক নতুন ও সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে যা অত্যন্ত তথ্যনির্ভর ছিলো। সাংস্কৃতিক আয়োজন অনেক প্রাণবন্ত ছিলো। উৎসবে দেশের সকল এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আনা প্রয়োজন। উদীচীর নৃত্যনাট্য 'সিঁধু-কানুর পালা' পরিবেশনা ছিলো খুবই উদ্দীপনামূলক।

রাজশাহীর আইপি ফেলো আন্দ্রিয়স বিশ্বাস বলেন, অনিল মারাণ্ডির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠানে একমিনিট নীরবতা পালন আদিবাসীদের সম্মানিত করেছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল শিক্ষার্থী এবং উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের এ আয়োজনে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা দরকার। ঢাকা জনউদ্যোগের অনন্ত ধামাই বলেন, অনুষ্ঠান খুবই ভালো হয়েছে। আগামীতে এ আয়োজন ২দিন করার বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করেন। আয়োজনটি খুবই ভালো ছিলো, তবে ঢাকার বাইরের আদিবাসীদের সামনে এনে তাদের দিয়ে উৎসবের বিভিন্ন পর্ব সাজাতে পারলে আরো ভালো হতো বলে মনে করেন ময়মনসিংহ জনউদ্যোগের সদস্য রতন সরকার।

নেত্রকোনা জনউদ্যোগের আহ্বায়ক অধ্যাপক কামরুজ্জামান বলেন, বিভাগীয় পর্যায়ে এ আয়োজন করে তারপর জাতীয় পর্যায়ে করা উচিৎ। কেননা এধরনের একটি বড় আয়োজন জাতীয় মানসম্পন্ন হবে এটাই সবাই আশা করে। সকল কিছুর পরেও বলতেই হবে, এ উৎসব অত্যন্ত উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় ছিলো। শেরপুর জনউদ্যোগের সদস্য সচিব হাকিম বাবুল বলেন, আদিবাসীরা নিজেরা এখনো পর্যন্ত সংগঠিত হতে পারছে না। পাহাড় ছাড়া সমতলের অনেকেই এখনো সমাজের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে নিজেদের অচ্ছুত মনে করে। এধরনের আয়োজন তাদের মনোজগত পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তরুণদের মাঝে নেতৃত্ব বিকাশে এ উৎসব কাজে দেবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার সভাপ্রধান ও রাজশাহী জনউদ্যোগের আহ্বায়ক প্রশান্ত সাহা বলেন, আমরা নতুন এক ঐকতান দেখলাম। রাখীবন্ধনের মাধ্যমে আদিবাসী-বাঙালির যে মেলবন্ধনের নজির স্থাপন করা হলো তা সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনের উদ্যোগই জনউদ্যোগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষের প্রয়োজনকে সাথে নিয়ে হিউম্যান রাইট্স ডিফেন্ডার্স ফোরামকে সাথে নিয়ে জনউদ্যোগ বিভিন্ন পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করতে পারে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন পরামর্শক আজিজুর রহমান খান আসাদ। তিনি বলেন, এ ধরনের উৎসব মূলত একটি অ্যাডভোকেসি কৌশল, যা কাজে লাগিয়ে আমরা নানা ধরনের কাজ করতে পারি। মানুষকে তার অধিকার সচেতন করে তোলা, সেসব বিষয়ে ইস্যু নির্বাচন, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে যুক্ত করার মাধ্যমে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের কাছে দাবি উপস্থাপন করা সহজ হয়।

জনউদ্যোগ, খুলনার মানববন্ধনে বক্তারা ধর্ষণকারী কোন দলের লোক কিংবা কোন দলের নয়

ধর্ষণকারী কোন দলের লোক কিংবা কোন দলের নয় এই মৌলিক সত্য অগ্রাহ্য করার কোন অবকাশও নেই। এটা অন্যায়, এই অন্যায় দেশে চলবে না, যারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের উপযুক্ত বিচার করতে হবে। বাংলাদেশে আর কখনও কেউ যেন এমন ঘটনা আর ঘটাতে না পারে, তেমন ব্যবস্থা করতে হবে। নোয়াখালীর সুবর্ণচরের ঘটনাটি মনে করিয়ে দিল আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। কোনো কারণেই যেন দেশে আর ধর্ষণের ঘটনা না ঘটে, এই অঙ্গীকার করুক নতুন সরকার এমন দাবি জানিয়ে খুলনা জনউদ্যোগ, সেফ ও হিন্দু সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির যৌথ উদ্যোগে ৭ এপ্রিল ২০১৯ খুলনা নগরীর পিকচার প্যালেস মোড়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন নারী নেত্রী অ্যাডভোকেট শামীমা সুলতানা শীলু ও সঞ্চালনা করেন অ্যাডভোকেট মোমিনুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন সেফের কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, জনউদ্যোগ সদস্যসচিব সাংবাদিক মহেন্দ্রনাথ সেন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতা শাহিন জামান পণ, ওয়ার্কার্স পার্টির মফিদুল ইসলাম, বাসদের জনার্দন নান্টু, সিপিবির মিজানুর রহমান বাবু, এসএম চন্দন, নারী নেত্রী রেহেনা আক্তার, মনিরা সুলতানা, অ্যাডভোকেট তছলিমা খাতুন ছন্দা, সিলভী হারুণ, এসএম সোহরাব হোসেন, আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহমেদ, শেখ আ. হালিম, আফজাল হোসেন রাজু, সাংবাদিক খলিলুর রহমান সুমন, সেফ এর দীপক কুমার দে প্রমুখ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থায়ী পরিবর্তনের লক্ষ্যে নারী দল সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

নারী দলসদস্যদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার জন্যে আইইডি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬-৩০ জানুয়ারি ও ১৮-২৩ মার্চ ২০১৯ এ পাঁচ দিনব্যাপী দুইটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (সেলাই) আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দুটি কোর্সে কর্মএলাকার বিভিন্ন নারীদলের মোট ৩৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে ব্লাউজ তৈরির কৌশল, পদ্ধতি ও আঙ্গিক শেখানো হয়। অংশগ্রহণকারী সকলে মনোযোগের সাথে ব্লাউজ সেলাই এর কৌশল ভালভাবে আয়ত্ত্ব করেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী সকলে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করলে আগ্রহী সদস্যদের মহিলা অধিদপ্তরের তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত করে দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়।

দেশব্যাপী ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ৮ম শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণ এবং ফেনীর সোনাগাজিতে মাদ্রাসা ছাত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জনউদ্যোগ ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ও জেলা নারী নির্যাতন কমিটির যৌথ উদ্যোগে ১০ এপ্রিল ২০১৯ শহীদ ফিরোজ জাহাঙ্গীর চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, ময়মনসিংহ শাখার সদস্য অ্যাডভোকেট এএইচএম খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও জনউদ্যোগ ময়মনসিংহের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নুর সঞ্চালনায় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, উন্নয়ন সংগঠন, বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকসহ অনেকে এ কর্মসূচিতে একাত্মতা ঘোষণা করেন। মানববন্ধনে বক্তারা অবিলম্বে ধর্ষকসহ অন্যান্য দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি নিশ্চিতের আহ্বান জানান। তারা বলেন, ৮ম শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণকারীদের পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি, শুধু তাই নয় ফেনীর সোনাগাজির মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি'কে হাত পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে হত্যার চেষ্টাকারীদেরও পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি।

মানববন্ধন থেকে বক্তারা প্রকৃত দোষীদের অনতিবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে সরকারের কাছে দাবি জানান। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নারী নেত্রী ফেরদৌসআরা মাহমুদা হেলেন, অ্যাডভোকেট শিব্বির আহাম্মেদ লিটন, অ্যাডভোকেট লীলা রায়, ইয়াজদানি কোরায়শি কাজল, মুক্তিযোদ্ধা বিমল পাল, বেতার উপস্থাপক গোলাম সারোয়ার হেলাল, শিক্ষকনেতা খন্দকার সুলতান আহাম্মেদ, অ্যাডভোকেট আব্দুল মোত্তালেব লাল, আবুল কাশেম, সজল কোরায়শি, স্বাধীন চৌধুরী, অ্যাডভোকেট শিবানী পাল, অ্যাডভোকেট নাসিমা সুলতানা, আমিরুল ইসলাম সাগর, আফরোজা আক্তার কণা, রাজু খান, জনউদ্যোগ সদস্য সচিব শাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

উৎসাহ উদ্দীপনায় শেষ হল কিশোরীদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯

৩০ জানুয়ারি ২০১৯ আইইডির উদ্যোগে ছয়টি কিশোরী দল সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ময়মনসিংহ র‍্যালিরমোড়ে হাজী কাশেম আলী কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এ ক্রীড়া অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কিশোরীদলের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। প্রতিযোগিতায় চরপাড়া একাদশ ও মালগুদাম একাদশ নামে দুটি কিশোরী ক্রিকেট টিম ১০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলে। চরপাড়া একাদশ বিজয়ী এবং ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয় একই দলের অর্থি। এছাড়া দড়িলাফ, সুঁই-সূতা ও স্মৃতি পরীক্ষা খেলায় কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে। কিশোরীদের অভিভাবকদের জন্যও ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ২০ জন অভিভাবক অংশ নেন। পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে কিশোরীদের অভিভাবক ও অতিথিসহ মোট ১৭১ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি শহরের কিশোরীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। নারী ও পুরুষ দলসদস্য, আমন্ত্রিত নাগরিক প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নারী, এথনিক ও পরিবেশ ইস্যুতে যুবদের উন্নয়ন প্রকল্প প্রদান

দেশের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ যুবশক্তি, তাদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত ও টেকসই হবে। আমাদের যুবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক পরামর্শ, উৎসাহ, দিকনির্দেশনা, সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও কাজের ক্ষেত্র পায় না। ফলে তাদের সম্ভবনাময় কর্মশক্তি, স্বপ্ন, উদ্ভাবনী ক্ষমতা অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে হতাশায় নিমজ্জিত, মাদকাসক্ত ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে। অথচ সামান্য সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও সঠিক পরিচর্যা পেলে তরুণ যুবরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। আইইডি মনে করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে যুব উদ্যোগ তৈরি করতে সময়োপযোগী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উৎসাহ, পরামর্শ ও উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

তরুণদের মাঝে যুব সামাজিক উদ্যোগ তৈরিতে তাই আইইডি এ বছর ২০১৮-১৯ সময়কালে ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে যশোর ও ময়মনসিংহের শিক্ষার্থীদের মাঝেও উন্নয়ন প্রকল্প প্রদান করেছে। যুবরা নারী, পরিবেশ এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য উন্নয়নমূলক ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছে। প্রকল্প ৪টি হচ্ছে ঢাকায় 'শব্দ ও বায়ু দূষণের শহরে একদিন', 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা চলচ্চিত্র' এবং যশোরে, 'নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' এবং ময়মনসিংহে, 'নগর পরিচ্ছন্নতায় তারুণ্য'। প্রামাণ্যচিত্রগুলি মাঠপর্যায়ে কমিউনিটির মধ্যে সংবেদনশীলতা তৈরিতে প্রদর্শন করা হবে।

উন্নয়ন ইস্যুভিত্তিক বির্তক প্রতিযোগিতা

আইইডি যশোর কেন্দ্র এপ্রিল ২০১৯ সময়কালে স্কুল পর্যায়ে উন্নয়ন ইস্যুভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। এতে মোট ৬টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। যথাক্রমে যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যশোর জিলা স্কুল, সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর কালেক্টরেট স্কুল ও আকিজ কলিজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। প্রথম পর্ব ও সেমিফাইনাল পর্বের প্রতিযোগিতা থেকে ২টি স্কুল চুড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হয়।

যশোর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ২০ এপ্রিল ২০১৯ প্রতিযোগিতার চূড়ান্তপর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্তপর্বে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'সচেতনতার অভাবই বাল্যবিবাহের একমাত্র কারণ'। বিষয়টির পক্ষে যশোর শিক্ষাবোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও বিপক্ষে আকিজ কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ অংশ নেয়। যশোর শিক্ষাবোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। চূড়ান্তপর্বে শ্রেষ্ঠবক্তা নির্বাচিত হয় চ্যাম্পিয়ন দলের দলনেতা অহনা খালেক।

চূড়ান্তপর্বে বিচারক ছিলেন দৈনিক সংবাদ, যশোরের সিনিয়র রিপোর্টার রুকুনউদ্দৌলাহ, অধ্যাপক সুরাইয়া শরীফ, নারী নেত্রী ও জনউদ্যোগ সদস্য অ্যাডভোকেট সৈয়দা মাসুমা বেগম এবং দৈনিক সমাজের কথার বার্তা সম্পাদক ও যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন। জনউদ্যোগ সদস্য মাহবুবুর রহমান মজনুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল। তিনি চ্যাম্পিয়ন-রানারআপ দল, শ্রেষ্ঠ বক্তা ও অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করেন।

কিশোরী দলসদসদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা

কিশোরী দল সদস্যদের অংশগ্রহণে যশোর উপশহর কলেজ মাঠে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরীদের চারটি ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইভেন্টগুলো হলো হাড়ি ভাঙ্গা, বিস্কুট দৌড়, দীর্ঘলম্ফ ও একক অভিনয় প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় ৬টি দল থেকে ৮১ জন কিশোরী দলসদস্য অংশগ্রহণ করে। একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্য দুটি ইভেন্টে অংশ নেয়। এ ছাড়া ৩০ জন অভিভাবকও বালিশ খেলায় অংশগ্রহণ করেন। স্বেচ্ছাসেবক ও আইইডি কর্মীদের জন্যও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। কলেজের শিক্ষক-ছাত্র, কিশোরী, অভিভাবক, এলাকাবাসীসহ প্রায় ২০০জন অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপশহর কলেজের অধ্যক্ষ শাহিন ইকবাল। অতিথি ছিলেন জনউদ্যোগ সদস্য মাহবুবুর রহমান মজনু, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা ইফতেখার আলম ও দৈনিক সংবাদের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার রুকুনউদ্দৌলাহ।

লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, মুক্তআলোচনা ও মানববন্ধন

ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবসের ১৬৪ বছর উদযাপিত

আইইডি, জনউদ্যোগ ও বিসিএইচআরডির যৌথ উদ্যোগে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬৪ বছর উপলক্ষ্যে ২৬ জুন ২০১৯ লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে 'সাঁওতাল হুল : আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও আদিবাসী' বিষয়ে উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক শাহেলা খাতুনের সঞ্চালনায় ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ৯জন শিক্ষার্থী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

২৭ জুন ২০১৯ কলেজে 'সাঁওতাল হুল : আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও আদিবাসী' বিষয়ক মুক্তআলোচনা অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. আকমল হোসেনের সভাপতিত্বে ও আইইডি'র সহকারী সমন্বয়কারী হরেন্দ্রনাথ সিংয়ের সঞ্চালনায় মুক্তআলোচনায় বক্তব্য রাখেন শিশু কিশোর সংগঠক ডা. লেলিন চৌধুরী, আইইডি'র সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সহযোগী সমন্বয়কারী তারিক হোসেন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মানবেন্দ্র দেব, বিসিএইচআরডি'র নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল হক, সহকারী সমন্বয়কারী সুবোধ এম বাস্কে, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি বিভূতি ভূষণ মাহাতো, শিক্ষার্থী নওফেল রহমান ও আল নাহিয়ান আবির ।

বক্তারা বলেন, সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সাঁওতাল হুল নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের অনুষ্ঠান নতুন। দেশের আদিবাসীদের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস শিক্ষার্থীরা জানলে ও অনুধাবন করলে ভবিষ্যতে বৈচিত্র্যময় দেশ গঠন করা সম্ভব। সুখী, সুন্দর ও শান্তিময় দেশ গঠন করতে হলে সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্রের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করা প্রয়োজন।

তারা বলেন, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে নানা দিবস আছে ও তা আমরা পালন করি। ৩০ জুন সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস তার মধ্যে একটি। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ভারতবর্ষে আদিবাসীরাই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই সংগ্রাম করে। তাদের দেখানো পথ ধরেই আমাদের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়। পৃথিবীর সকল দেশে আদিবাসীদের লড়াই, সংগ্রাম, শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস এক ও অভিন্ন। সাঁওতাল হুলের মহান নেতা সিধু কানুর লড়াই সংগ্রামকে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে বাঙালি ও আদিবাসী বিশেষকরে সাঁওতালদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও নৃতাত্ত্বিক যোগসূত্র নিয়েও আলোকপাত করে বক্তারা বলেন, সাঁওতালরা আমাদের রক্তসূত্রীয় ও আত্মার আত্মীয়। সাঁওতালদের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস। মহাজনরা ঋণের জালে আটকিয়ে আদিবাসীদের দাস বানাতো, মেয়েদের উপর অত্যাচার করতো বলে তারা বিদ্রোহ করে, আমাদের ও তাদের মুক্তিসংগ্রাম এক ও অভিন্ন। তারাই আমাদের পূর্বপ্রজন্ম। তাই এই দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করা দরকার।

এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা ২৬ জুন অনুষ্ঠিত উপস্থিত বক্তৃতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন।

সভাপতির বক্তব্যে কলেজের অধ্যক্ষ মো. আকমল হোসেন বলেন, সাঁওতাল হুল সম্পর্কে জানা ও বোঝা আমাদের সকলের অবশ্য পালনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙালি হিসেবে আমাদের এই দিবস সম্পর্কে জানা ও বোঝার সুযোগ কম। সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্র ধরেই আমাদের মুক্তিসংগ্রাম হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ গড়তে হলে সাঁওতাল হুল সম্পর্কে বোঝা প্রয়োজন।

মানববন্ধন

আলোচনা শেষে কলেজের সামনের রাস্তায় শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী সমন্বয়ে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাবেক সভাপতি সোহলেচন্দ্র হাজং বলেন, সাঁওতালরাই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু করে। আমরা চাই সরকার আগামীতে আদিবাসীদের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভূক্ত করবেন।

আদিবাসী ইস্যুতে প্রতিবেদন প্রকাশে আইইডির সাংবাদিক সম্মাননা-২০১৯ প্রদান

আইইডি দ্বিতীয় বারের মতো সাংবাদিক সম্মাননা প্রদান করেছে। গতবারের মতো এবারও মোট ১২ জন সাংবাদিককে এ সম্মাননা দেয়া হয়। ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে ২০ জুন ২০১৯ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আদিবাসী ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের জন্য সাংবাদিকদের এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। দেশের বিশিষ্ট ও সিনিয়র ৭জন সাংবাদিক সমন্বয়ে একটি বিচারিক কমিটি আগস্ট ২০১৮-এপ্রিল ২০১৯ সময়কালে আদিবাসী ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত ১৬১টি প্রতিবেদন থেকে প্রাথমিকভাবে ৪৫টি বাছাই করেন। তার থেকে সম্মাননা প্রদানের জন্য ১২জনকে মনোনীত করে এদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের যথাক্রমে ১৫,০০০, ১০,০০০ ও ৫,০০০ টাকা পুরস্কার এবং সকলকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনীরুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও আইইডির সহকারী সমন্বয়কারী হরেন্দ্রনাথ সিংয়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও ঐক্যন্যাপ সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, শিশু-কিশোর সংগঠক ডা. লেলিন চৌধুরী, দৈনিক খোলা কাগজের সম্পাদক ড. কাজল রশীদ শাহীন, জনউদ্যোগের যুগ্ম আহ্বায়ক লুনা নূর ও আদিবাসী ফোরামের সহসাধারণ সম্পাদক ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো।

স্বাগত বক্তব্যে আইইডি'র সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইইডি আদিবাসী ইস্যুতে সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদান করছে। এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস, তারপরও এ পুরস্কার ও সম্মাননা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সংবেদনশীল হতে সহায়তা করবে।

দৈনিক খোলা কাগজের সম্পাদক ড. কাজল রশিদ শাহীন বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানের ধারণা ছিল না, তাই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ভালো প্রতিবেদনের জন্য এ ধরনের সম্মাননা প্রদানের কাজ সবাই মিলে এগিয়ে নেওয়া দরকার। আজকের এই অনুষ্ঠান সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে।
ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, বাঙালির শেকড় ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হলে আদিবাসীদের কাছেই যেতে হবে, এটিই বাঙালির ইতিহাস। তাই নানাদিক থেকে আদিবাসীদের পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ও জাতীয়ভাবে আদিবাসী বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, আজ বিশ্বব্যাপী আদিবাসী আন্দোলনের ফলে নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডে আদিবাসী সংসদ গঠিত হয়েছে। আমাদের দেশেও আদিবাসীদের নিয়ে অনেক কাজের সুযোগ আছে। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিবেকবান মানুষকে নীরব না হয়ে এ নিয়ে কথা বলতে হবে।

সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার ও বিচারিক কমিটির সদস্য রাজীব নূর বলেন, আগামীতে সম্মাননার পুরস্কারের অর্থ বৃদ্ধি ও ঢাকার বাইরের পুরস্কারপ্রাপ্তদের যাতায়াত ও থাকার ব্যয়বহন করলে কর্মপরিধি ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। গজেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, আইইডি আদিবাসী ইস্যুতে সাংবাদিকদের সম্মানিত করছে, এটি এ সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্রধান অতিথি পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য বলেন, এই ব্যতিক্রমী সাংবাদিক সম্মাননা অনুষ্ঠান দেশের মানুষের নিকট ইতিবাচক বার্তা দিবে। সাংবাদিক বন্ধুরা পিছিয়েপড়া আদিবাসীদের কথা তুলে ধরছেন, এটি অনেকটা স্রোতের বিপরীতে চলার মতো ঘটনা। এটি দেশের মানুষের কাছে ও সরকারের কাছে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে। যারা সমাজ ও মানবাধিকারের জন্য লড়াই করছেন তাদের কাছে এটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন, প্রথম : নাইমুল করিম, দি ডেইলি স্টার; দ্বিতীয় : বিশাখা দেবনাথ, দি ডেইলি স্টার; তৃতীয় : ছাইফুল ইসলাম মাছুম, দৈনিক খোলা কাগজ;

সম্মাননা স্মারক প্রাপ্ত : সঞ্জয় কুমার বড়ুয়া, দি ডেইলি স্টার; মেহেদি হাসান, প্রথম আলো; হালিম আল রাজি, ঢাকা ট্রিবিউন; সাইদ শাহীন, বণিকবার্তা; মোস্তাফা সবুজ, দি ডেইলি স্টার; সাইফুল ইসলাম, ঢাকা ট্রিবিউন; শাকিল মুরাদ, একাত্তর টিভি; মো. মালেক মিঠু, ডিবিসি নিউজ; উড়ালমনি চাকমা, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন।

জানুয়ারি-জুন ২০১৯

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা শোনালেন দুই মুক্তিযোদ্ধা

জনউদ্যোগ যশোর ও মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার যশোরের যৌথ আয়োজনে ২৫ মার্চ ২০১৯ আইইডি যশোর কেন্দ্র কার্যালয়ে 'স্মৃতিচারণ ১৯৭১' অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এ স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা শোনান মাহমুদা বেগম ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার। স্মৃতিচারণ ১৯৭১ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনউদ্যোগ যশোরের আহবায়ক নাজির আহমেদ। বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌলাহ, মুক্তিযোদ্ধা ওহিদুজ্জামান মুকুট, মহিলা পরিষদ নেত্রী ও আইনজীবী কামরুন নাহার কণা, দীপক কুমার রায়, প্রকৌশলী ধনঞ্জয় বিশ্বাস ও আইইডির কেন্দ্র ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার প্রমুখ। তরুণ প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীসহ ৬৩ জন অংশগ্রহণ করে।

যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে প্রায় আশিবছর বয়সি মাহমুদা বেগম বলেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্না করে কাপড় কেচে সহায়তা করতেন। স্থানীয় রাজমিস্ত্রীর স্ত্রী এই নারী অনেক সময় ছদ্মবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। এই সব কাজ করতে করতে একসময় তিনি অস্ত্র চালনাও শিখে ফেলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ মাহমুদা এখনও স্মরণ করতে পারেন যুদ্ধের সেই ভয়ার্ত দিনগুলোর কথা। যশোরে পাকিস্তানিদের পালিয়ে যাওয়ার দিন তিনি একজন পাকসেনাকে গাছি দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। এই নারী মুক্তিযোদ্ধার সাহসিকতার কথা যশোর সদরের মধুগ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখনও শোনা যায়।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে একাত্তরের গল্প শোনান। যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞ দেখে তিনি ১৭ জনের একটি দলের সাথে ভারতে পালিয়ে যান ও সেখানে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। প্রশিক্ষণ পাওয়া এই দলটি ১০দিনের প্রশিক্ষণ শেষ করেই সাতক্ষীরার ভোমরায় পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে। বিভোর হয়ে এই কাহিনী শুনে তরুণ প্রজন্মের কিশোর কিশোরীদের মনে হচ্ছিল তারা যেন সেই যুদ্ধের দিনগুলোতেই ফিরে গিয়েছে।

বাংলাদেশে নারীর অর্জন : সাধারণ কিছু তথ্য

১৯২৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট কিছু নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তি;
১৯৫৭ সালে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারীর সকল নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ;
স্থানীয় সরকারে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হচ্ছে;
সংসদে ৫০টি নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন হচ্ছে;
সরকারের প্রশাসনের সকল বিভাগে সকল পদে নারীর পদায়ন হয়েছে;
সামরিক বাহিনী ও পুলিশসহ সরকারের সকল বাহিনীর বিভিন্ন পদে নারীর পদায়ন হয়েছে;
গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও উদ্যোক্তা হিসেবে নারীর উত্থান হয়েছে;
সরকারের উদ্যোগে কিছু ইউনিয়নে নারী বাজার তৈরি হয়েছে;
স্কুলে শিক্ষার্থী নারীশিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে;
সরকার নারী নীতিমালা ২০১১ তৈরি করেছে;
রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩% নারীর অন্তর্ভূক্তির নিয়ম হয়েছে;
মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬মাস করা হয়েছে;
২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে বিজয়ী নারী সংসদ সদস্য সংখ্যা ১৯;
২০০৯ সালের সংসদে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, কৃষি, শ্রম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদে নারীর উপস্থিতি;
২০১৪ সালের সংসদে স্পিকার ও কৃষি, শ্রম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদে নারীর উপস্থিতি;
২০১৯ সালের সংসদে স্পিকার ও শিক্ষা, শ্রম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদে নারীর উপস্থিতি;
৪৯২ উপজেলা পরিষদে ৫জন নির্বাচিত নারী চেয়ারম্যান;
৪৯২ উপজেলা পরিষদে সংরক্ষিত আসনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪৯২ জন নারী;
সিটি করপোরেশনে ১জন নারী মেয়র;
ইউনিয়ন পরিষদে ২৯ জন নারী চেয়ারম্যান;
পৌরসভায় এখন ৪জন নারী মেয়র;
বর্তমানে ৯ জন নারী ডিসি;
বর্তমানে ১০৬ জন নারী ইউএনও

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন পত্রিকা ও ওয়েবসাইট

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক

কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা ১২০৭ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং চিত্রকল্প থেকে মুদ্রিত।
ফোন: (৮৮০-২) ৫৮১৫১০৪৮, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৫৮১৫২৩৭৩, ই-মেইল: ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org